সামাজিক সম্পর্ক এবং

উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় মানুষের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক তা হচ্ছে সামাজিক সম্পর্ক।

দাস সমাজে দাস মালিক ও দাস ; সামন্ত সমাজে সামন্ত প্রভু তথা ভূমি মালিক ও ভুমিদাস; এবং পুঁজিতন্ত্রী সমাজে পুঁজিপতি ও মজুরি দাসদের সম্পর্ক হচ্ছে ৩ টি শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সামাজিক সম্পর্ক। প্রথম দুটি সমাজ টিকে নাই বলেই তৃতীয় সমাজ অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রের পত্তন হয়েছে। কিন্তু, খুব একটা ব্যাখ্যা করেননি তবে অতীতের দুটি সমাজ পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করে সমাজ পরিবর্তনের কোড যথাযথভাবে সূত্রায়ন করেছেন কমিউনিস্ট মার্কস । যা এরূপ– পুরোনো সমাজের সামাজিক সম্পর্কের সাথে সমাজের ভেতরেই সৃষ্ট উৎপাদনের নতুন নতুন উপায়ের বিরোধের পরিণতি হচ্ছে নতুন সমাজ। বিষয়টি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা যাক।

উৎপাদন করতে যে সকল হাতিয়ার ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে উৎপাদনের উপায় । আর পণ্য বিনিময়ের জন্য যে সকল হাতিয়ার ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে বিনিময়ের উপায়। ভূমি হতে স্পেস , জলাশয় হতে বন, কুটির শিল্প হতে হতে রোবটিক্স শিল্প, নৌকা হতে বিমান এবং রাস্তা–ঘাট হতে

আধুনিক তথ্য–প্রযুক্তি, এসবই হচ্ছে উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়।

দাসেরা ছিল দাস মালিকদের সম্পত্তি । খুবই স্বল্প উৎপাদনের দাস সমাজে দাসেরা ছিল উৎপাদনের হাতিয়ার তথা উৎপাদনের প্রধান উপায়। কিন্তু, দাস সমাজের মধ্যেই ভূমি উৎপাদনের প্রধান উপায় হিসাবে উদ্ভূত হওয়ায় ভূমির মালিকানা ভিত্তিক সমাজ সামন্ত সমাজের উত্থান হয়েছিল।

কৃষির সহজাত পণ্য উৎপাদনে গিল্ডের আবির্ভাব হয়েছিল। শুরুতে গিল্ড পারিবারিক শ্রমে পণ্য উৎপাদন করত। কিন্তু, পণ্য যেহেতু বিনিময়ের জন্য উৎপন্ন করা হত সেহেতু গিল্ড মালিকদের পণ্য বিক্রির জন্য বাজার তৈরী হল এবং বাজারের চাহিদা পূরণে গিল্ডের স্থলে ম্যানুফেকচারিং শিল্পের পত্তন হল। ম্যানুফেকচারিং শিল্পে মজুরের আবশ্যকতা দেখা দিল। ফলে ,ভূমি দাস, কৃষক ও পারিবারিক শ্রমের গিল্ডের মালিকানা হারানো ব্যক্তিদের মধ্য হতে ম্যানুফেকচারিং শিল্পের মজুরের যোগান আসতে লাগল। ফলে ভূমি দাসের সংখ্যা কমতে থাকায় এবং পণ্যের পরিবহনে আধুনিক যানবাহন ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উদ্ভব ও তদোপযোগী শিক্ষার সূচনা ও প্রচলন হতে থাকায় ভূমির মালিক তাই কার্যত ভূমি দাসদের মালিক– সামন্ত প্রভুদের আর্থিক ও রাজনৈতিক

জৌলশ কেবল কমতে থাকল এমনটাই নয় বরং ভূমি দাসত্বের সামাজিক সম্পর্কের সাথে ম্যানুফেকচারিং শিল্পের বিরোধ ক্রমাগত প্রকট হতে প্রকটতর হয়েছিল যা সামন্ত প্রভুদের সাথে উঠতি বুর্জোয়াদের বিরোধ ও বৈরীতা হিসাবে দেখা দেয়।

দাস সমাজের অধিপতি শ্রেণী দাস মালিকদের রাজনৈতিক ভৃত্য এবং সামন্ত সমাজের শাসক শ্রেণী– সামন্ত প্রভুদের রাজনৈতিক ভৃত্য– শাসকেরা যেমন তাদের শ্রেণী স্বার্থে তাদের শাসন ক্ষমতাকে গ্রাহ্যতা , বৈধতা ও ন্যায্যতা দিতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তথা শ্রেণী শোষণের অবস্থা বজায় ও বহাল রাখার বদমতলবে ও বানোয়াটিমূলে মাইথোলজি সৃজন করে নিজেদেরকে ডিভাইন রাইট হোল্ডার হিসাবে প্রতিষ্ঠায় সব ধরণের আয়োজন করেছে তেমন ম্যানুফেকচারিং শিল্প ও বিনিময়ের উপায় সমূহের মালিক তথা বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণীও নিজের বিকাশের স্বার্থে ও শর্তে ইহলোকিতার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার দাবী সামনে এনে মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী , সাম্য ইত্যাদির কথা বলতে থাকে।

অতঃপর, পণ্য উৎপাদন যতো বাড়তে থাকল ততো বাজারের পরিসরও বাড়তে থাকল তাতে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এক আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে সমাজের সামনে হাজির

করার সাথে সাথে বাজারের কারণেই ক্রমপ্রসার মান শিল্প আধুনিক শিল্প হিসাবে গড়ে উঠতে শুরু করায় ভূমি দাসত্বের সামাজিক ব্যবস্থা ভেংগে ধ্বংসের স্তুপে পরিণত হয়েছিল আর তা হতে উত্থান হয় বুর্জোয়া সমাজের। অর্থাৎ আধুনিক শিল্প ভূমি দাসত্বের সামাজিক সম্পর্কের সাথে বিরোধে লিপ্ত হয়ে তার পরিণতিতে আধুনিক শিল্পের উপযোগী বুর্জোয়া সমাজ প্রতিষ্ঠা হল । অর্থাৎ, প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত শ্রেণীর সাথে প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরোধের ফল হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজ। তবে, উভয় শ্রেণীই মালিক শ্রেণী কিন্তু একটি শ্রেণী ভূমির এবং আরেকটি শ্রেণী আধুনিক শিল্পের তবে শোষক ও শাসক বটে উভয়ে কিন্তু, দুটি সমাজই অন্যায় ও অন্যায্য ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক হলেও সামন্ত সমাজের চেয়ে বুর্জোয়া সমাজ অনেক অনেক ও অনেক উন্নত একটি সমাজ।

উল্লেখ্য, বাজারের প্রয়োজনেই ইউরোপের বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া সমাজ বিকাশের অবিচ্ছেদ্য তবে বিপ্লবী নীতি– উপনিবেশিকতার নীতি অনুসরণ করে একটি বিশ্ব বাজার সমেত সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বুর্জোয়া অর্থনীতি চালু করেছিল বলেই বুর্জোয়া সমাজ হয়ে উঠল অসংখ্য পণ্যের একটি বৈশ্বিক সমাজ।

অসম প্রতিযোগীতার পুঁজিতন্ত্রী সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণীর টিকে থাকার শর্ত হচ্ছে উৎপাদনের যন্ত্রপাতির বিরতিহীন বৈপ্লবীকরণ তাতে উৎপাদন ও বিনিময়ের নতুন যন্ত্রপাতি পুরোনো ও অচল হওয়ার আগেই আরো নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত, আবিস্কৃত ও উৎপন্ন হয়। তাতে যেমন উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে তেমন পুঁজিতন্ত্রী মালিকানাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কুঠির শিল্পের তাঁতীরা ১০০০ জনে যে পরিমাণ কাপড় তৈরী করে সে পরিমাণ কাপড় উৎপন্নে আধুনিক শিল্পে প্রয়োজন হয় ১০০ জন মজুরের আর রোবটিক্স বস্ত্র শিল্পে প্রয়োজন হয় মাত্র ১ জন মজুরের। ফলে, আধুনিক শিল্পের আরো আরো অধুনিকায়নে কাজ হারায় বটে মজুরেরাও। কিন্তু, শিল্প মজুরেরাতো আর ভূমি দাস নয় যে সামন্ত প্রভুর অধীনে থাকা বৈ কোথাও যাওয়ার সুযোগ নাই। বরং বৈশ্বিক পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিতন্ত্রীদের মতো মজুরি দাসেরাও বিশ্ব বাজারের নিয়ম-নীতির অধীন। তাই, মজুরী দাসেরাও মজুরির বিনিময়ে বিশ্বের যেখানে তাদের শ্রম-শক্তির বিক্রির সুযোগ পায় সেখানেই চলে যায়। তবে, মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রবক্তরা পণ্য ও পুঁজির বিশ্বময় অবাধ গমনাগমনে নানান বিহীত করলেও মজুরী দাসদের অবাধ যাতায়তের জন্য বিশ্বকে উন্মুক্ত করেনি।

উল্লেখ্য, দাসদের মতো গৃহপালিত পশুরাও সম্পত্তি অতঃপর, দাসদের মতো গৃহপালিত পশুরাও উৎপাদন ও বিনিময়ের হাতিয়ারও বটে। এখনো পুঁজিতন্ত্রের কোথাও কোথাও কৃষির অন্যতম হাতিয়ার বটে লাঙ্গল, কোদাল, কাঁচি সহ গরু,মহিষ, ঘোড়া ইত্যাদি। এসকল হাতিয়ারের মালিক কৃষকেরা হচ্ছে সাধারণত ছোট ছাট জোতের মালিক। কিন্তু, চাষাবাদ ও পরিবহনে ট্রাক্টর, সেচ মেশিন, ফসল কাটার মেশিন, মাড়াই কল ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রপাতির আবিস্কার ও উৎপন্নের পরে ছোট ছোট জোতের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিতে এসকল যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা সুবিধাজনক নয় বরং ছোট ছোট মালিকানা এসকল আধুনিক হাতিয়ারাদি ব্যবহারে প্রতিবন্ধক বলেই কৃষিতে সমবায় ভিত্তিক চাষাবাদের পথ যেমন তৈরী হল তেমন আমেরিকা,কানাডা সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও পৃথিবীর নানান দেশে গড়ে উঠছে বিশাল বিশাল আধুনিক কৃষি খামার । কার্যত, এসকল কৃষি খামার হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী শিল্প। তবে, বেশীর ভাগই বহুজাতিক। শিল্পের সাথে আবশ্যকীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সহ কৃষি পণ্য সংরক্ষণে গড়ে উঠেছে আরো নানান আধুনিক শিল্প। ফলে, কৃষিতে ছোট ছোট জোতের ব্যক্তি মালিকানা প্রায় নিঃশেষের পথে। এসব শিল্পের সাথে জড়িত মজুরেরাও আধুনিক শিল্প মজুর। এসব শিল্পে কৃষি কাজের হার্ডশীপও

কমেছে এবং পোষাক–আশাক ও বসতি সমেত খাবার–দাবারেও আধুনিক কৃষির মজুরেরা ক্ষুদে জোতের মালিকানার যুগের চেয়ে অনেক অনেক বেশী অগ্রগামী।

পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে পুঁজিপতি শ্রেণী পুনরুৎপাদনে বাধ্য। আবার, পুঁজিপতি শ্রেণীর টিকে থাকার শর্তে উৎপাদন ও বিনিময়ের নতুন নতুন হাতিয়ারাদি আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও উৎপন্নে বাধ্য। ফলে, প্রকৃতি নির্ভর ও স্থানীয় ভিত্তিক দাস সমাজ এবং প্রকৃতি নির্ভর, কৃষি ভিত্তিক, স্থানীয় তবে খুবই গরীব অর্থনীতির সামন্ত সমাজে কথিত মেধাবীদের কথিত মেধার জোরে হালের পুঁজিতন্ত্রে আবিস্কৃত, উদ্ভাবিত ও উৎপন্ন উৎপাদন ও বিনিময়ের আধুনিক বা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির কোনোটিই যেমন আবিস্কার বা উদ্ভাবন বা উৎপন্ন হয়নি তেমন সেসব ব্যবহারের চিন্তাও কথিত মেধাবীরা করতে পারেনি। উল্লেখ্য, পুঁজিতন্ত্রে প্রতিনিয়ত নানান নতুন নতুন পণ্য যেমন উৎপন্ন হচ্ছে তেমন উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণও ক্রমাগত বাড়ছে।

অর্থাৎ উৎপাদনের নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহারে যেমন উৎপাদন বাড়ছে তেমন পুঁজির অস্তিত্বের পুনরুৎপাদনের শর্তে প্রতিনিয়ত উৎপাদন ক্রমাগত বাড়ছে। ফলে, অতি উৎপাদন হচ্ছে অতঃপর, পণ্যের মজুত বাড়ে ফলে পুঁজির

সঞ্চালন সংকট দেখা দেয় যাকে বলা হয় মন্দা। প্রকৃতপক্ষে মন্দা হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক তথা ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানার বিরুদ্ধে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের হাতিয়ারের বিদ্রোহ। ফলে, পুঁজি হারিয়ে দেউলিয়া হওয়া বা দায়-দেনা গ্রস্ত পুঁজিপতির সংখ্যা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক নৈরাজ্য, দাংগা, যুদ্ধ, বিশ্ব যুদ্ধ ইত্যকার দায়ে ও চাপে পড়ে পুঁজিপতিরাই স্বীয় শ্রেণীর অস্তিত্ব বজায় রাখতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা, বহুজাতিক মালিকানা, আই এম এফের মতো বৈশ্বিক মালিকানার নানান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে বাধ্য হয়ে ক্রমাগত ব্যক্তিমালিকানা সংকোচন করে সামাজিক মালিকানার পথ প্রশস্ত করে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমান বিশ্বে ব্যক্তি মালিকানার হার খুব সম্ভবত মোট পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানার ২০% এর কম হবে। তবে, উল্লেখিত রাষ্ট্রীক বা বহুজাতিক বা বৈশ্বিক মালিকানা কিন্তু ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রের বিরুদ্ধে নয় বা ব্যক্তিগত মালিকানার শোষণমূলক ও দমনমূলক নীতি মালার বিরুদ্ধেও নয়। তবে বর্ণিত রাষ্ট্রীক, বহুজাতিক ও বৈশ্বিক মালিকানার প্রতিষ্ঠান সমূহ কিন্তু ব্যক্তি মালিকানাকে ক্রমাগত সংকোচন করতে করতে তথা ব্যক্তিমালিকানাকে নেতিকরণ করতে করতে চূড়ান্তভাবে ব্যক্তিমালিকানার নেতিকরণ করে সামাজিক মালিকানার সমাজ- পণ্য ও পুঁজি মুক্ত সমাজ-কমিউনিজমের উত্থানের

শর্তাদি তৈরী করে উৎপাদন ও বিনিময়ের হাতিয়ারাদির যথাযথ ব্যবহার উপযোগী সমাজ– কমিউনিজমের অনিবার্যতা নিশ্চিত করার কারণে খোদ পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে কমিউনিজমের ভিত্তি। অর্থাৎ, পুঁজিতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক বিলীন করে সাম্যের সামাজিক সম্পর্কের সমাজ– কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার এক্টর– শ্রমিক শ্রেণী সহ অপরাপর সকল শর্ত তৈরী করছে বটে পুঁজির দাস –খোদ পুঁজিপতি শ্রেণী কেবলই পুঁজির অস্তিত্ব এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর টিকে থাকার শর্তাদির শর্তে।

অতঃপর, উৎপাদনের নতুন নতুন উপায়াদি উৎপন্ন না করলে যেমন পুঁজিপতির শ্রেণীর গত্যান্তর নাই তেমন নতুন নতুন হাতিয়াদির উৎপন্ন করলেও মন্দার ঠেলায় পুঁজিপতি শ্রেণী বিধ্বস্ত ও বিপন্ন হতে বাধ্য । অর্থাৎ, পুঁজিপতি শ্রেণী উৎপাদনের নতুন নতুন হাতিয়ার উৎপন্ন করেও বিপন্ন ও বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত আর না করেও টিকে থাকতে অক্ষম। তাইতো, স্ববিরোধী ও পুনঃপুন মন্দায় মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রের ভয়ানক উভয় সংকটে নিপতিত চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী ধ্বংস ও বিলীন হবে কেবল স্বীয় শ্রেণীর টিকে থাকা ও পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে। একই সাথে বিষাক্ত পুঁজিতান্ত্রিক মালিকানার বিষাক্ত পুঁজিতন্ত্র বিলোপ হয়ে উৎপাদন ও বিনিময়ের আধুনিক হাতিয়ারদির উপযুক্ত ও

যথাযথ ব্যবহারের উপযোগী সমাজ তথা সামাজিক মালিকানার- কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু, পুঁজি উৎপন্নকারী শোষিত মজুর শ্রেণীর বৈশ্বিক একতাবদ্ধ ফোর্সফুল এ্যাকশন অর্থাৎ কমিউনিস্ট বিপ্লব ইতিহাসের শেষ ও চূড়ান্ত শোষণমূলক ও শ্রেণী বিভক্ত সমাজ- পুঁজিতন্ত্রের শোষক ও শাসক শ্রেণীকে বিলীন করবে বটে পুঁজির জন্মগত শর্তে উভয় শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্ট, চলমান ও মিমাংসার অতীত বিরোধ ও বৈরীতার কারণে।

শাহ্ আলম ,

সদস্য, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির তথ্য কেন্দ্র।

ঢাকা-১২/০৯/২০২৪ খ্রীঃ।

মোবাইলঃ +৮৮০-১৭১৫-৩৪৫০০৬।

e-mail: icwfreedom@gmail.com
www.icwfreedom.org
YouTub:https://youtube.com/@EMANCIPATIONWorkers
Blog:https://www.blogger.com/blog/posts/8765969704988639346